শ্রী রঞ্জিৎ পিক্‌চার্স নিবেদিত

বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের

ডাক দিয়ে যাই

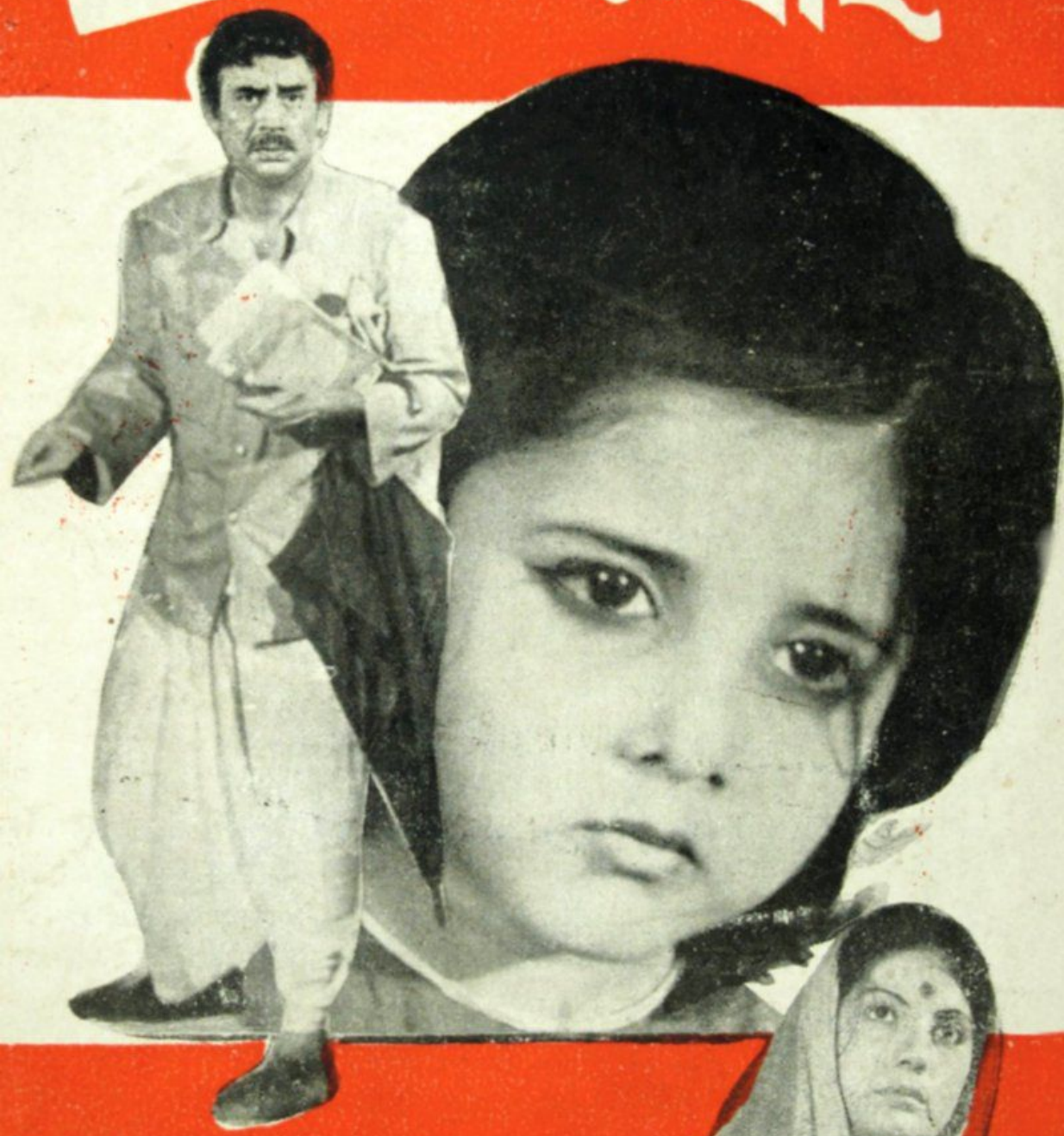

পরিচালনা

রঞ্জিৎমল কাংকারিয়া

শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্সের নিবেদন

ডাক দিয়ে যাই

প্রযোজনা ও পরিচালনা— রঞ্জিৎমল কাংকারিয়া

কাহিনী — বিধায়ক ভট্টাচার্য্য.. সঙ্গীত — তিমিরবরণ..

চিত্রনাট্য — অজিত গাঙ্গুলী.. গীতিকার — পুলক বন্দোপাধ্যায়.. চণ্ডীদাস বসু..

চিত্রগ্রহণ — দীনেন গুপ্ত.. সম্পাদনা — শিবসাধন ভট্টাচার্য্য.. রূপসজ্জা - বসীর আমেদ.

প্রধান কর্মসচিব — সুখেন চক্রবর্ত্তী.. সহযোগী পরিচালনা — দ্বিজেন চৌধুরী..

প্রচার পরিকল্পনা — ধীরেন মল্লিক.. সঙ্গীতগ্রহণ - শ্যামসুন্দর ঘোষ - সত্যেন চট্টোপাধ্যায়

শিল্পনির্দেশনা — সূর্য্য চট্টোপাধ্যায়.. স্থিরচিত্র — স্যাত্নানারেজ্জ ও প্রদীপ দাস..

শব্দপুনর্যোজনা — জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়।।

— সহযোগিতায় —

পরিচালনায় — বরেন চ্যাটার্জ্জি.. চিত্রগ্রহণে — শঙ্কর গুহ.. সমীর বোস..

সম্পাদনা — রবীন সেন.. শিল্পে — অনিল পাইন.. সাজসজ্জা — দাশরথি দাস..

রূপসজ্জা — বেচু আমেদ.. ব্যবস্থাপনা — নিরঞ্জন মাইতি — কাত্তিক - ত্রৈলোক্য

দুলাল.. সঙ্গীতগ্রহণে — বলরাম বারুই.. বিশেষ শব্দে — প্রভাত হাজরা..

ক্যালকাটা মুভিটোন।। নিউ থিয়েটার্স ।। টেকনিসিয়ান স্টুডিও তে গৃহীত ।।
ও বহিঃদৃশ্যে — সিনেকুইপ ।।

— কৃতজ্ঞতা স্বীকার —

শিবসাধন ভট্টাচার্য্য.. দীনেন গুপ্ত.. অজিত গাঙ্গুলী.. প্রভাত হাজরা.. আশুতোষ হালদার ।।

— রূপায়ণে —

অনুপকুমার.. হরিধন মুখার্জ্জি.. কালীপদ চক্রবর্ত্তী.. অর্দ্ধেন্দু মুখার্জ্জি..
মৃনাল মুখার্জ্জি.. সতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য.. বিমলদেব.. বঙ্কিম চৌধুরী.. সুব্রত সেনশর্মা..
সত্য ভট্টাচার্য্য.. দিলীপ রায়চৌধুরী.. সুশীল বোস.. নির্মল ঘোষ.. মনীন্দ্র ঘোষ..
সুধীর সিন্‌হা.. রূপক মজুমদার.. অজিত গাঙ্গুলী.. আশুতোষ.. অরুণ..
মুক্তি.. প্রেম.. কার্ত্তিক.. দাশু.. গোপী.. ত্রৈলোক্য.. সমীর.. রবি.. দীপক..
বীরেন.. ননী.. মন্টু.. মুকুল.. নারায়ণ.. ও আরও অনেকে..

...সুমিত্রা মুখার্জ্জি.. সুব্রতা চ্যাটার্জ্জি...

রুমা মুখার্জ্জি.. পদ্মাদেবী.. অজন্তা কর.. মেনকা.. চন্দ্রলেখা.. আলপনা..
এবং মিঠুর-ভূমিকায় — সঙ্গীতা ভট্টাচার্য্য ।।

নেপথ্যে কণ্ঠদানে — হেমন্ত মুখার্জ্জি — আরতি মুখার্জ্জি.. হরিধন মুখার্জ্জি..
বিশ্বপরিবেশনায় — শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স (প্রাঃ) লিঃ ।।

কাহিনী

"ডাক দিয়ে যাই"

সারাংশ

"আমি ডাক দিয়ে যাই
সুখের খবর দুঃখের খবর
যখন যেটা পাই—"

গ্রামের পিওন মহেন্দ্র চাটুজ্জ্যে মনের আনন্দে এই গান গেয়ে— ডাক বিলি করে—কারো ঘরে সু-সংবাদ দিয়ে সন্দেশ খায় আবার কারো চিঠি না আসার বেদনা বুকে স্বান্ত্বনা দেয়—আশ্বাস দেয়।

এইভাবে চলতে চলতে মহেন্দ্র একদিন প্রচন্ড ধাক্কা খেল। সদ্য বিবাহিতা গ্রামের মেয়ে মঞ্জুর স্বামী মারা যাবার খবরটা পেঁাছে দিয়েই তার নিজেকে মনে হ'ল—সে যেন 'যমদূত'। কথাটা ভেবে সে যেন কুঁকড়ে গেল। প্রতি মুহূর্তে তার মনে হতে লাগলো তার নিজের গ্রামে এরপর যদি আবার কারো এই রকম সর্বনাশের খবর পেঁাছে দিতে হয়! না। তার পরে এ গ্রামে আর ডাক বিলির কাজ করা সম্ভব নয়। অনেক তদ্বির করে সে বদলী হয়ে গেল—কিছু দূরের একটা গ্রামে। নাম বাঘডোবা।

নতুন জায়গায় এসে মহেন্দ্র সহজ হবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। একদিন কিন্তু সে সহজ হল। এই গ্রামেরই ৫ বছরের ফুটফুটে মেয়ে মিঠুর সঙ্গে আলাপ হতেই সে যেন জুড়িয়ে গেল। মিঠুর বাবা সৈনিক। কাজেই প্রতিমাসে মনিওর্ডার করে টাকা পাঠান। এই সংবাদেই মহেন্দ্র ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ল এই পরিবারের সঙ্গে। মিঠুর ভালবাসা তাকে আঁকড়ে ধরল দু' বাহু দিয়ে। ফলে মিঠুকে সে ডাকতে লাগলো 'মা-মণি' বলে আর মিঠুর মাকে ডাকলো 'বৌদী'। অতএব এ গ্রামে নানান ঘটনার মধ্যে সুখে-দঃখে বেশ কাটছিল তার দিন।

কিন্তু আবার দুর্যোগের কালো মেঘ দেখা দিল তার ঘা খাওয়া জীবনে।

মিঠুর জন্মদিনে তার বাবা আসবেন বলে চিঠি দিয়েছেন। অতএব এই ছোট্ট পরিবারে আনন্দের ঢেউ বইছিল। কিন্তু সন্ধ্যায় বাবা আসার বদলে এলো এক মর্মান্তিক টেলিগ্রাম—"মিঠুর বাবা যুদ্ধে মারা গেছেন।"

মহেন্দ্র টেলিগ্রামটা পড়েই স্তব্ধ হয়ে গেল। মিঠু মা-মণি যে তার বাপীর পথ চেয়ে বসে আছে। মিঠুর মা যে আজ ক'দিন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন!.. তা হ'লে আজকের এই শুভদিনে কী করে সে জানাবে এই হৃদয়-বিদারক সংবাদ। না। মহেন্দ্র দিতে পারল না টেলিগ্রামটা। নিদারুণ সত্য চেপে সে মিথ্যের আশ্রয়ই নিল। বলল—"মা মণি, তোমার বাপী বোধহয় ছুটি পাননি তাই এলেন না।"

কিন্তু এরপর! এক সত্য গোপন করতে মহেন্দ্রকে একাধিক ছলনার আশ্রয় নিতে হ'ল। তা সত্ত্বেও সত্য একদিন প্রকাশ হয়ে পড়ল।

তারপর কী হল!

এসব জানতে হ'লে রুপালী পর্দায় দেখুন—।

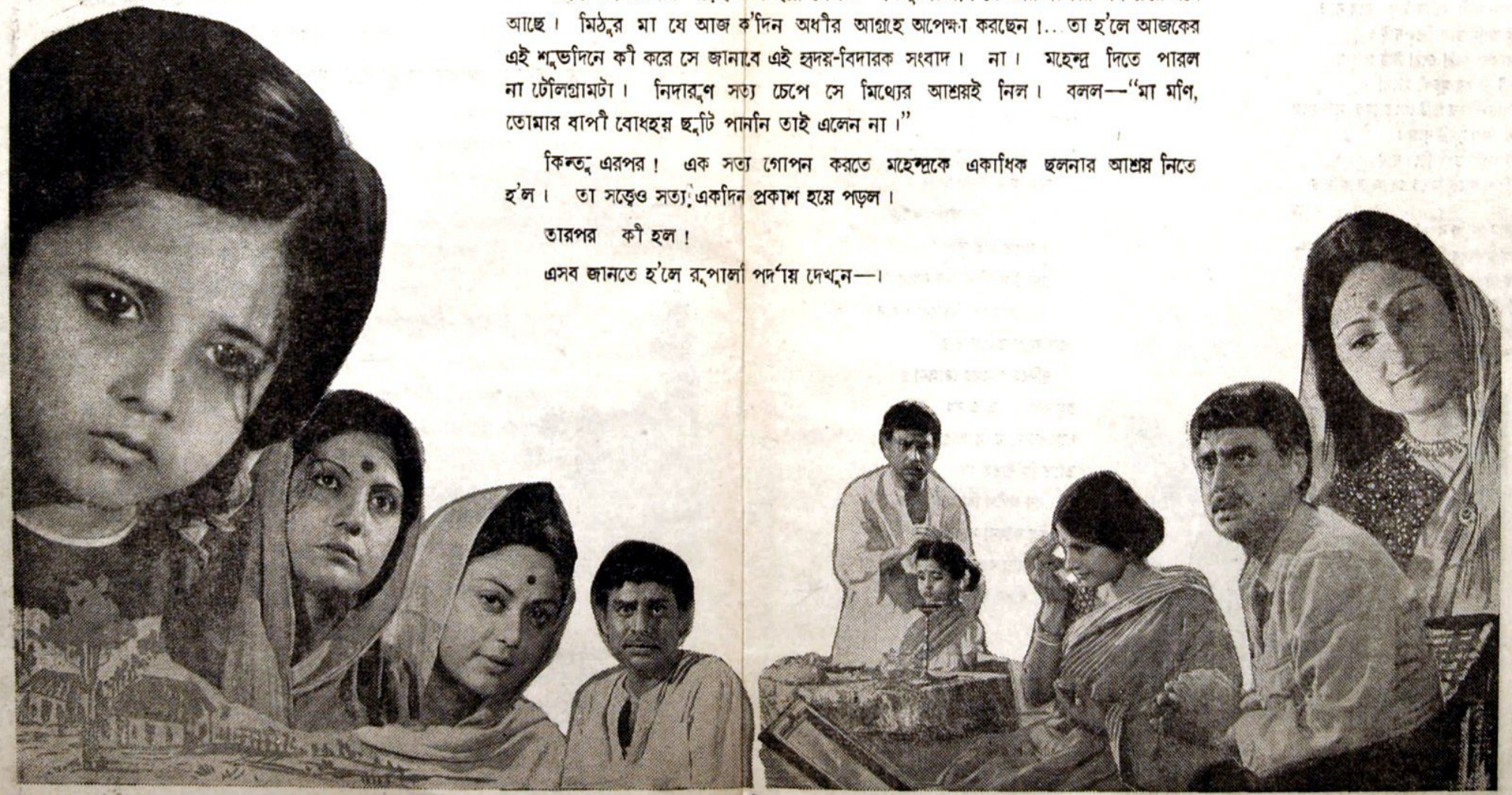

গান

(১)

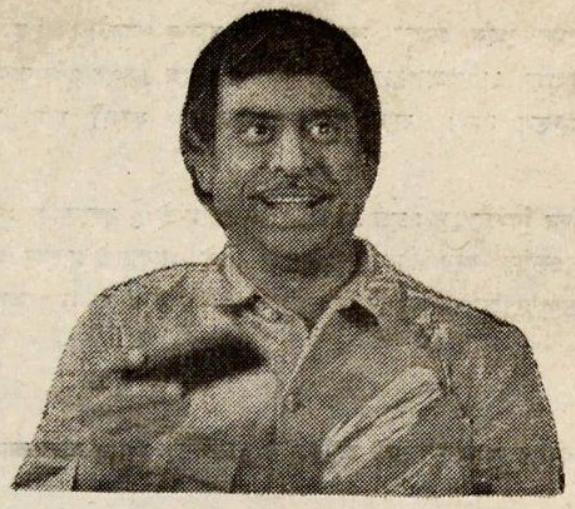

ডাক দিয়ে যাই
আমি ডাক দিয়ে যাই
দেওয়ালের বাক্সরে তোর –
বড্ড কিদে তা'ই করেছিস হা
এই নে ব্যাশানটা নে আর.ম করে খা,
আমি ডাক দিয়ে যাই—
দিদি মা ও দিদি মা—
কাশী গিয়ে দাদু তোমায় যায়নি ভুলে।
এসেছে দাদুর চিঠি দিচ্ছি কানে আঙুল
পড়ছি খুলে।
না...না...
আচ্ছা পড়বো না – ।
মা গো মা—
আর ভেবো না
ছেলেকে আজ ইস্কুলেতে দাও
এসেছে মাণি ওর্ডার টাকা গুনে নাও
যাই আমি ডাক দিয়ে যাই ॥
দাদা গো ওঠো ওঠো উঠে বোসো
একটু না হয় মুচকী হাসো—
এসেছে বিয়ের চিঠি খেতে যেও সেজেগুজে
গচ্চা দিও মুখটি বুজে ॥
যাই আমি ডাক দিয়ে যাই
ও দিদি আছে আছে সে আজ আমার
কাছে
নেবার আগে নগদা কিছু দিন
জামাই বাবুর চিঠিটা যে আজকে বেয়ারিং
যাই আমি ডাক দি'য় যাই
সুখের খবর
দুখের খবর যখন যেটা পাই।
যাই আমি ডাক দিয়ে যাই।

গান

(২)

ওগো না—না—না
আজ আমায় গাহিতে বোলো না ॥
তুমি আছ আমি আছি
কাছা কাছি
এ রাতে নাই তুলনা !
দেখ চাঁদ উঁকি দেয় নয়নে
তার জ্যোছনা বিছানো শয়নে।
অঙ্গে অঙ্গে তরঙ্গে তার
দুলিছে প্রেমের দোলনা ॥
শুধু কথা ! তাও নয়
পরাণের মাঝে যে আগুন জ্বলে
তাতে কি শীতল হয় !
দেখ প্রদীপ নিভেছে লাজে
শুধু কামনা মনের মাঝে
তোমার বাহুর বাঁধনে বাঁধো গো
সে বাঁধন আর খুলো না ॥

(৩)

ওগো তোমায় কি ছাড়তে পারি
রাখবো তোমায় আমার বুকে।
তুমি আমার চোখের তারা
রাখবো তোমায় চোখের ফাঁকে ॥
তোমার মন গারদে বন্দী ক'রো
তোমার এই ভালবাসার পাগলাটাকে ।
দিব্যি করে বলছি শোনো
করিনি প্রেম কখনো
তাই তো সাড়া দাও গো সখী
আমার প্রেমের মিষ্টি ডাকে ॥
তুমি ছাড়া কার কাছে আর
প্রাণের কথা বলবো আমার
আমার মনটা এত সস্তা না কী
বিলিয়ে দেব যাকে তাকে।

(৪)

ও কী মজা।
আহা কী মজা।
আজকে মধুর জন্মদিনে
খাচ্ছি জিভে গজা ॥
পুলি পিঠেয় পেটটা ভরে
খাচ্ছি পায়েস আয়েস করে
লাগছে কেমন ? বেশ বেশ—
হাজার বছর বাঁচুক মিঠু
হোক না মহারাজা ॥
এমন খুশীর দিন।
পেট পূজোর এই মধুর জন্মদিন ॥
কেন এক বছরে একটি বারই আসে
কেন আসে না সে প্রতি মাসে মাসে
হল্লাতে আজ পাল্লা দে রে
গান গেয়ে যা গলা ছেড়ে
লাগছে কেমন ? বেশ বেশ—
আয় বাচ্ছা আচ্ছা করে
হাতের তালি বাজা ॥

SYNOPSIS

"DAK DIYE JAI" is the story of a rural Postman working in his own village. A Postman delivers the mails as it comes having no responsibility for the news it carries. But our Peon Mahendra Chatterjee is a man of different character. He gets himself involved in the joys and sorrows of the people to whom he delivers mails.

As time passes Mahendra delivers news of the death of the husband of a newly married girl of the village and along with the village folks Mahendra feels that perhaps he is responsible for the tradedy. It affects him so much that wants transfer to a distant village leaving his wife alone.

At the new place things are alright for Mahendra for a few days. But he cannot leave his character behind. In course of delivering mails Mahendra comes across a sweet, pretty, little daughter of an army personnel. Childless Mahendra is drawn closer to the girl Mithu whom he calls Mithu-Ma and her mother sister-in-law. Mahendra gets deeply involved in the life of the family in course of delivering letters and Money-Orders. Mithu wants a letter from her father almost every day and is very annoyed that her father does not come home as often as she wants. However a letter of Mithu's father comes that he will come home on Mithu's Birthday.

Instead of her father on Mithu's birthday a telegram comes. Mahendra while delivering the telegram and reading its message in Bengali to Mithu's mother Mahendra is stunned to find the news of Mithu's father's death in action. He has no heart to break the news while Mithu's birthday is being celebrated. He bluffs but one lie leads to others and Mahendra entangles himself in a peculiar situation.

You will see on the screen how Mahendra uses one rues after another to get out of the situation and how finally things are resolved.

গুপ্তপ্রেশ :: কলিকাতা-৯, Neeta Enterprises, Calcutta-6.